

# নটে ফটে

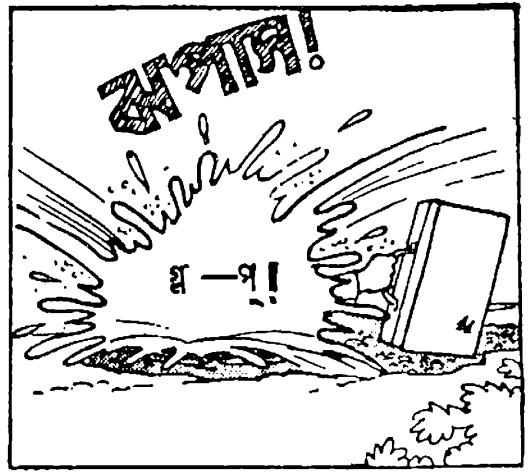
কালেকশন





নারায়ণ দেবনাথ







দিক ডুল করেছি? বটে!  
ঠিক আছে আমার ঘরে  
দেখা কর-ডুলের ঘল  
সমেত উপড়ে দিচ্ছি!

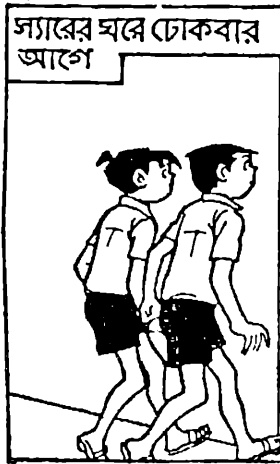


তোর জন্যেই তো  
ঠেঙানি খেতে হবে!  
তখন ঠিক রাস্তা  
দেখিয়ে দিলেই  
হোতো!

আরে তখন  
ছোড়া বলে  
ডাকাতেই তো  
মেজাজ খিঁচড়ে  
উল্টো রাস্তা  
দেখিয়ে দিলেই!



বলে কি'না দিকডুল! আসুক  
আগে হতচ্ছাড়ারা!



স্যারের ঘরে ঢোকবার  
আগে



সে রকম হয়তো  
কিছু বলবে না। দুটো  
ধমক ধমক দিয়েই  
ছেড়ে দেবে, কি বলিস  
নটে!



দশ মিনিট পরে

আফ!

উফ!



আজ শুধু একটু  
বুলিয়ে ছেড়ে দিলাম,  
মনে থাকে যেন!



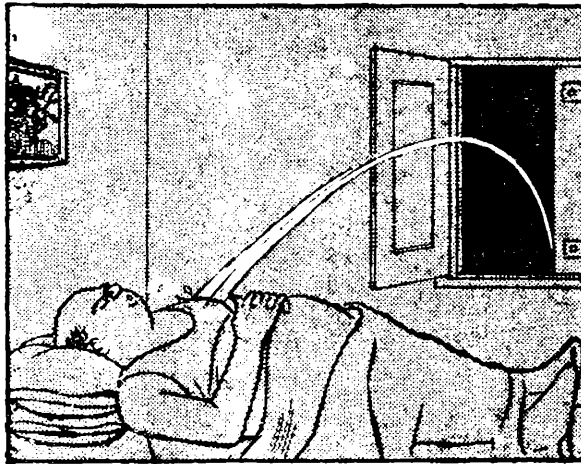
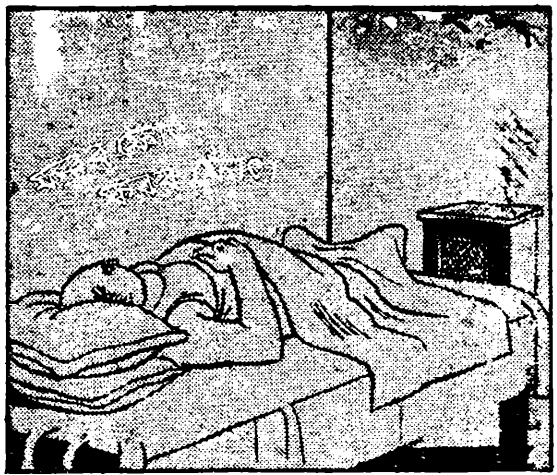
কয়েকদিন পরে

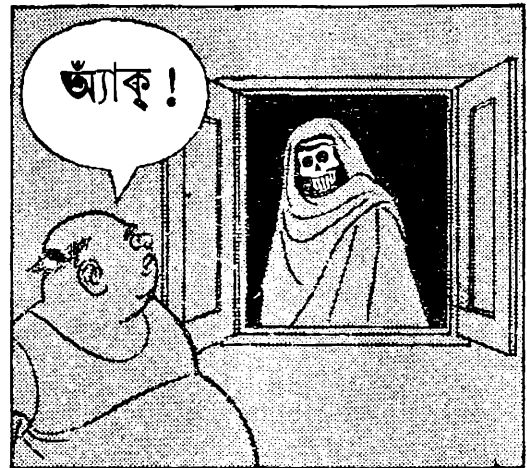
নতুন জ্যার তো বন-  
জঙ্গল খাইয়ে খাইয়ে পৈটে সুন্দর বন বানিয়ে  
ফেললো মাইরি! বলে ওসব ভিটামিনেতে নাকি  
একেবারে ঠাঙ্গা! আর নিজে মাছ মাংস ওড়ান্নে!  
এর একটা বিহিত করতাই হবে!

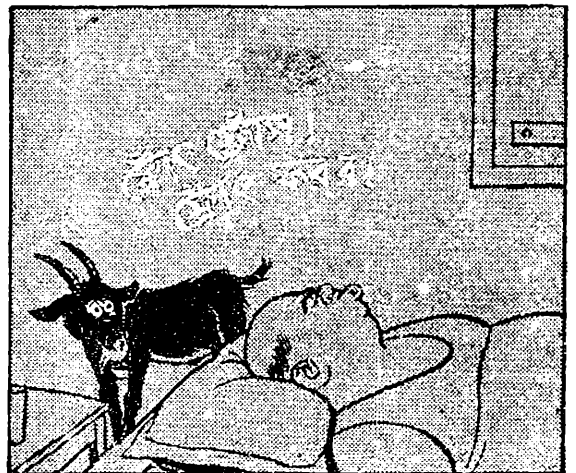
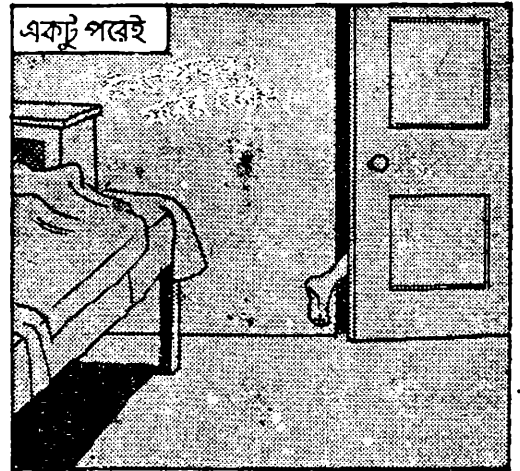
সে তো ঠিক  
কথা, কিন্তু  
কি করে কি  
করবি?

















নারায়ণ দেবনাথ

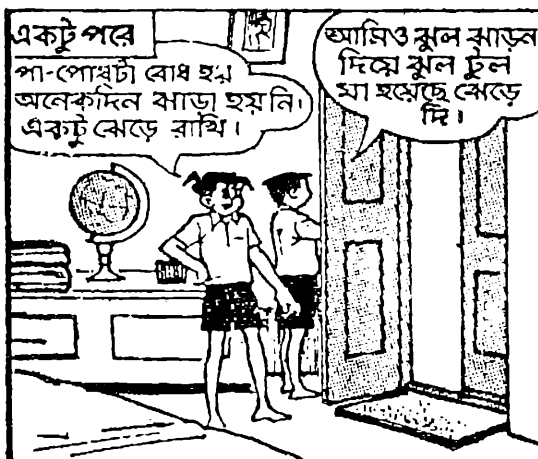


বলটা খানেকের জন্যে একটু  
বেরুচ্ছি। তোরা একটু ঘরে থাকিস,  
সব দেখে রাখবি। বর দোর লোন্না  
করবি না।



না স্যর! আমরা  
জুড়ো সব মেয়ে  
গুচ্ছে পরিষ্কার  
করে রাখবো।

ই্যা স্যর,  
আপনি কিছু  
ডাববেন না!



একটু পরে

পা-পোষটা বোধ হয়  
অনেকদিন ঝাড়া হয়নি।  
একটু মেড়ে রাখি।

আমিও ঝুল ঝাড়  
দিয়ে ঝুল টুল  
মা হয়েছে মেড়ে  
দি।



ইঙ্গ, কি ধূলো  
জমেছিলো  
রে!



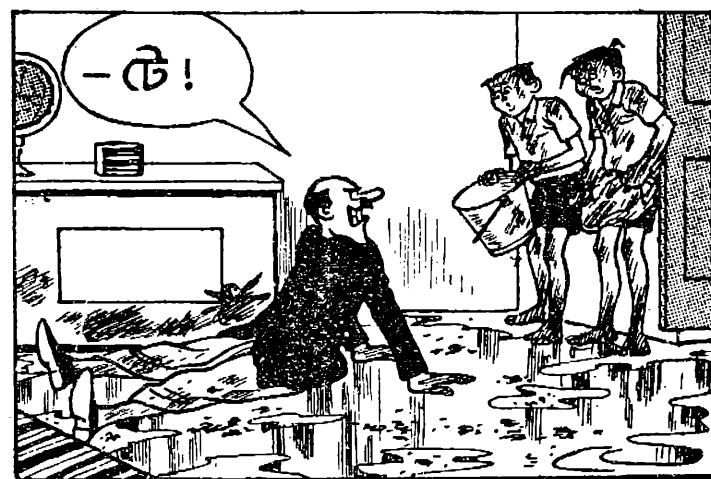
আধঘন্টা পরে

মল্লচে! এ কি  
হলো রে?

স্যর ফেরবার আগাই  
সব ঠিক করে ফেলতে  
হবে ফটে!

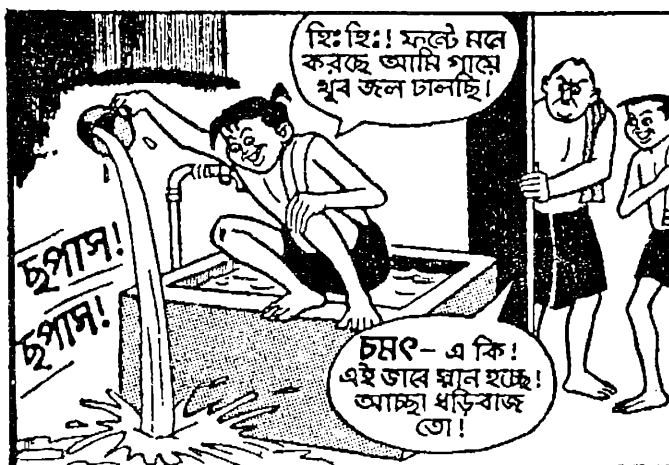
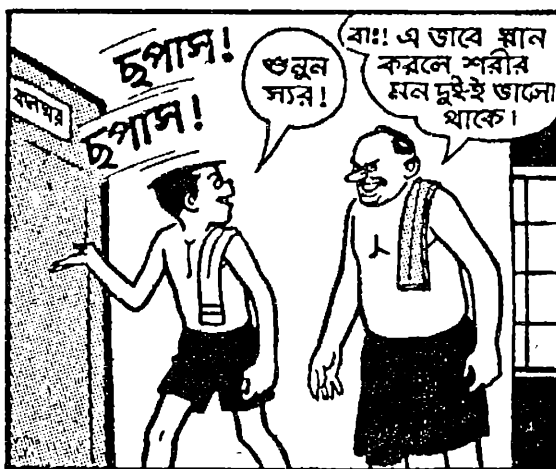


তুই জল আন, আমি বিছানার চাদর দিয়ে  
ঘলে সব ওয়াশ করে দিচ্ছি চটপট!











সেদিন রাতে সকলে শোয়ার পর

এতোক্ষণে সবাই ঘুমিয়ে  
পড়েছে। এবার শুরু করা  
যাক। সবাই জানে আমি  
নাথোমেই আছি।  
হিঃ হিঃ!

এইবার  
ধরা হয় উপোস  
করও এতো  
জেল্লা কেন।

আজ  
প্রথমে সন্দেশ  
দিয়ে শুরু  
করি।

খানিক পরে

আজ একলা গিয়ে  
দুই দুইয়ে ঘুমিয়ে  
ছোড়াটির অনশন  
ডাঙালো যায় কিনা

মরেচে! স্যর  
সন্দেশ নিয়ে  
কেতোর কাছে  
হাচ্ছে। জের  
উঠবে মাইরি।

ঠিক তালে  
আমরা হাসির  
হবে।

অবাক কাও! রাতের  
বেলা ছোকা গেলো  
কোথায়?

বোড়িং কর্তৃপক্ষের  
বর্ষের সিদ্ধান্তের  
প্রতিবাদে  
আমরাও অমনা

পর্দার অন্তরালে  
স্যর!

সন্দেশের পর এবার  
রসমালাই —  
আঁ-আঁ!

রসমালাই?  
ভোর আগা-  
পাশতলা ঝালাই  
করে তবে অন্য  
কাজ হুতডাগা  
বিটকেল  
উদখুল!

হতচ্ছাড়া! পালান্দিজ কোথায়?  
এবার কাল থেকে আমিই তোকে  
অনশন করাবো স্ফুপিড!

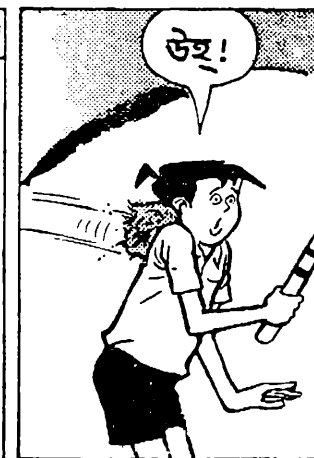
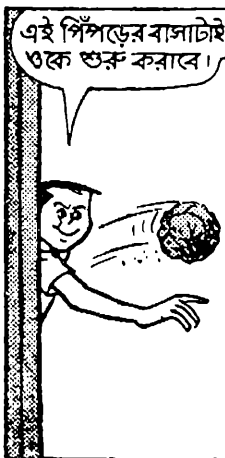
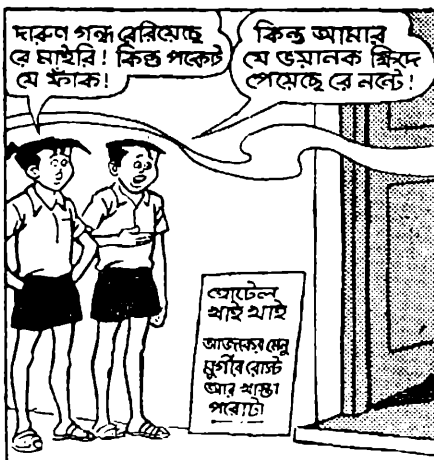
ওরে বাবারে!  
ছেড়ে দিল স্যর  
কেঁদে বাঁচি।

এবার আমি প্রস্তাব  
করছি যে ওয়ারিশ  
পরিচয়কে মিস্টারাদি  
আমাদের সেবায়  
ব্যবহৃত হোক।

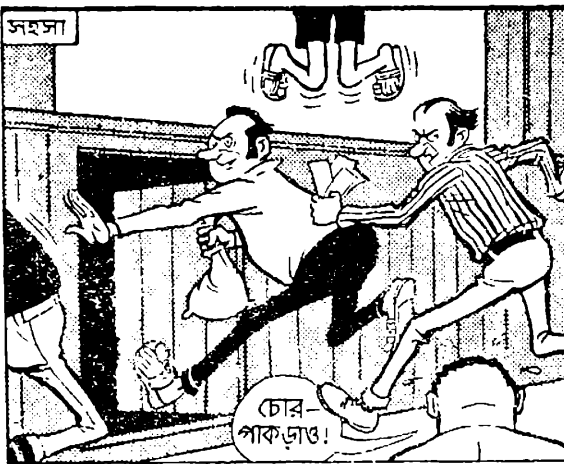
আমি সন্দেশ পরিপূর্ণ  
মুখে এই প্রস্তাব  
সমর্থন করছি।



নারায়ণ দেবনাথ





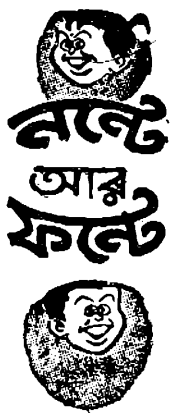




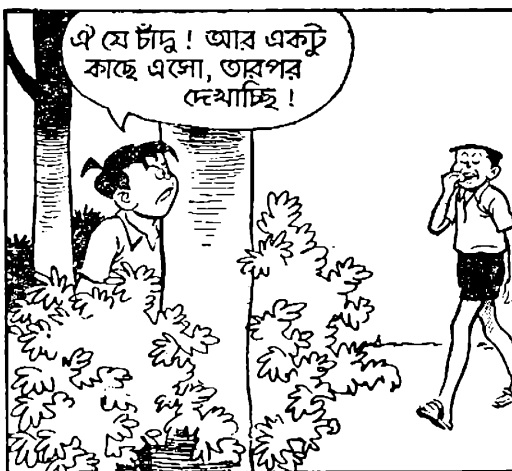
নারায়ণ দেবনাথ



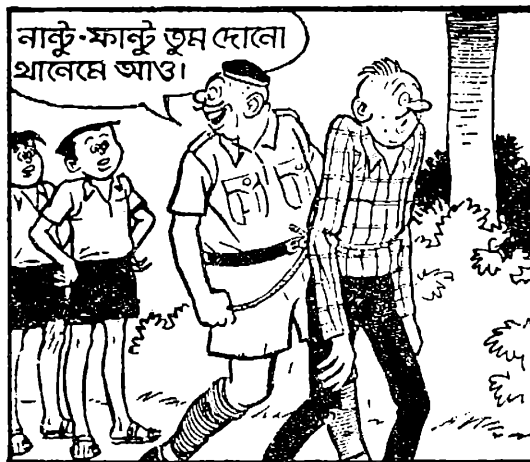


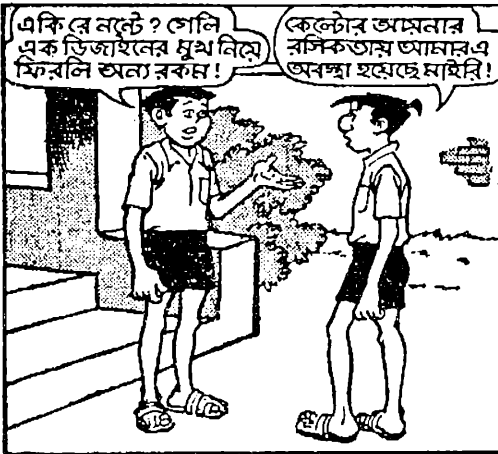


নারায়ণ দেবনাথ













নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ







# নন্টে আর ফন্টে

নন্দনা দেবনাথ



নন্টে এ্যাও ফন্টের ফাণ্ডে  
অনেক জমেছে দেখছি।  
নন্টেরা মাসিবাড়ি যাবে  
বলেছিল, বোধহয় চলে গেছে।  
এই ভালে খুচরোগুলোকে  
নোট করে নিয়ে 'আবার  
স্বাবো' রেস্তোরাঁয় যেতে  
হবে।



এদিকে নন্টে  
মাসিবাড়ি যাওয়া পণ্ড  
হয়ে গেল। যাই, ফন্টের  
সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে  
আসি।



আরে! এতো ফন্টে! কিন্তু এত খোশ  
মেজাজে, কিসের পুঁটলি নিয়ে কোথায়  
যাচ্ছে? পুঁটলিটা তো বেশ ওয়েটি  
বলে মনে হচ্ছে।



খুচরোর বদলে পুন্ডা একখানা  
দশটাকার নোট পাওয়া গেল।  
পার্টনার জ্ঞানতে ও পারলো  
না কি হলো।

এতক্ষণে  
বোঝা গেল!  
হতভাগাটা  
আমাদের  
ফাণ্ড ভেঙে  
ফুটি করার  
মতলব করছে!

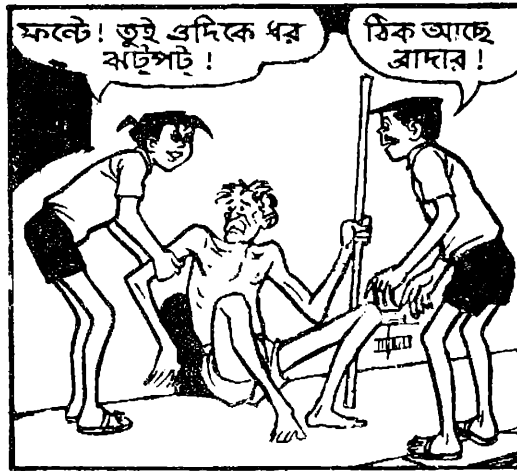


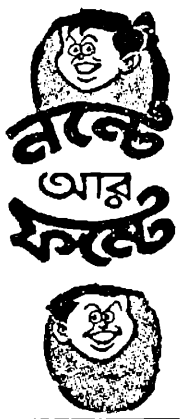
একটু পরে

হিঃ-হিঃ! খুচরো পয়সা  
নোট হয়ে আমার  
পকেটে ঢুকছে,  
এবারে এই  
নোট চপ  
কাটলেট হয়ে  
আমার পোটে  
চুকবে। ঠিক  
একেবারে  
ম্যাজিক!



ঠিক বলেছি। এই যেমন ভোর হাত থেকে  
অদৃশ্য হয়ে একেবারে আমার হাতে চলে  
এলো পাজি হতচ্ছাড়া!





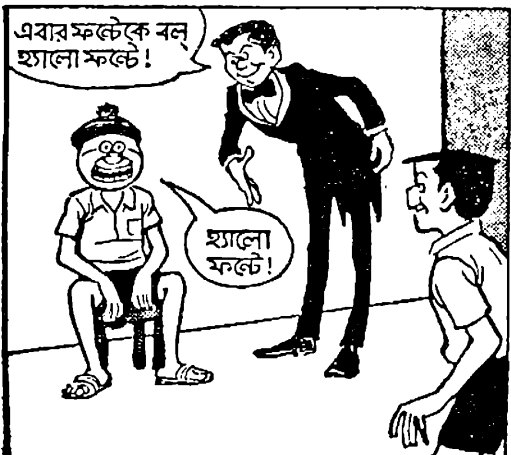
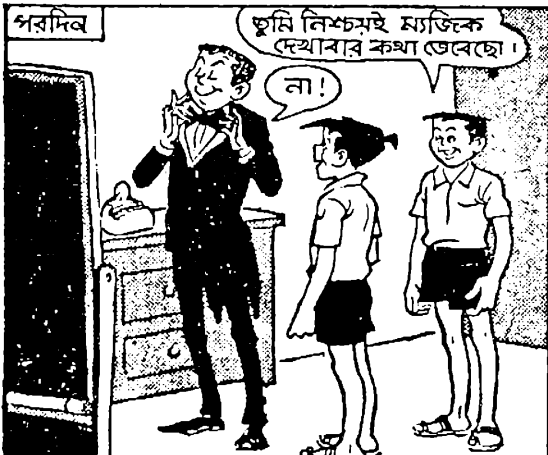
নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ







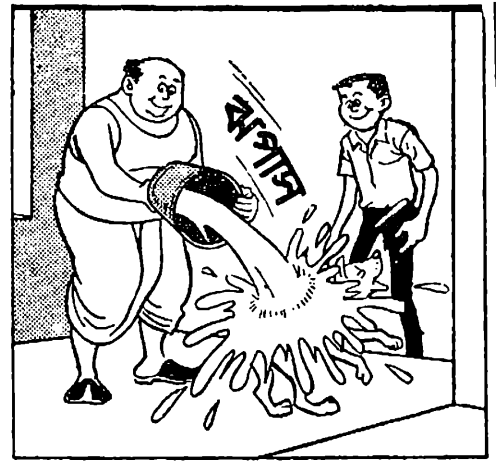


নারায়ণ দেবনাথ











নারায়ণ দেবনাথ





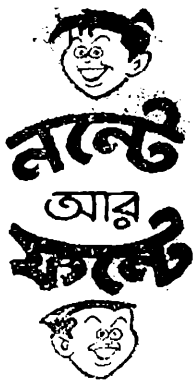




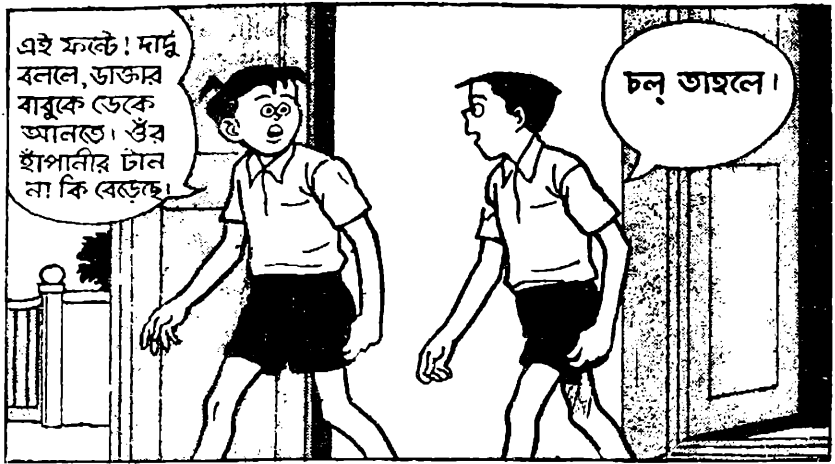
নারায়ণ দেবনাথ

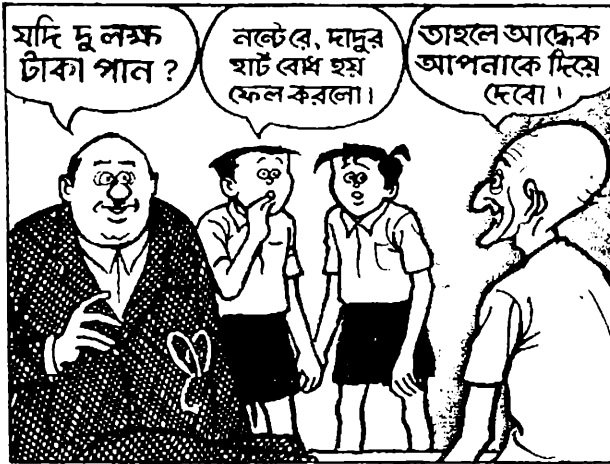






নারায়ণ দেবনাথ

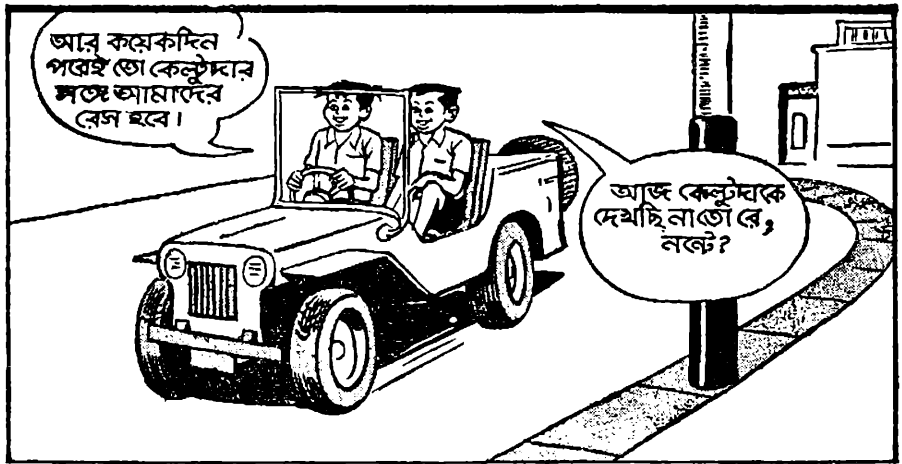




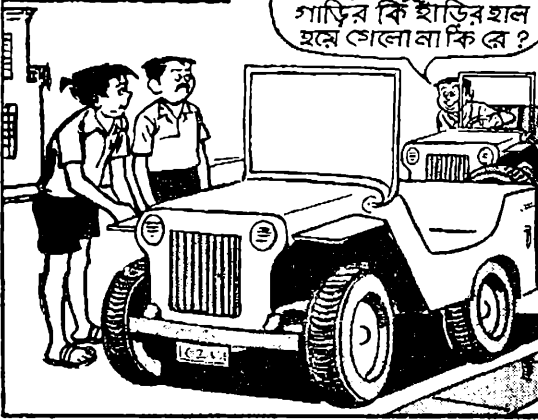


# নটে আর ফটে

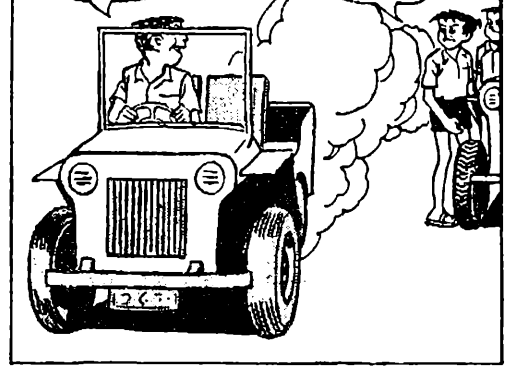
ব্রাহ্মণ দেবলাথ



রসের আগের দিন



চ্যাম এখনো সময় আছে কেন হেরে গিয়ে অপদস্থ হবে?



রসের দিন





কেলোর ভড়পানি সব মিহিয়ে  
গেলো না কি রে ফটে?

কি গো কেলুদা! তোমার  
জীপ মে চিপ টিপ করে  
ছুটছে?



তোদের কাছ থেকে আইজ  
জিততে হলো আমার এর  
চেয়ে বেশী জেয়ে যাবার  
দরকার নেই, বুঝেছিস?



বেচারি নটে আর ফটে! ওরা  
জানেনা যে আমি ইচ্ছে করে পেছিয়ে  
পড়ছি। আর সেই সঙ্গে পুরস্কার  
জেতার দিকে এগাচ্ছি।



রাস্তা ছেড়ে এবারে  
বে-রাস্তা ধরলেই মনে  
হয় ঠিক জায়গায়  
পৌছাবো।



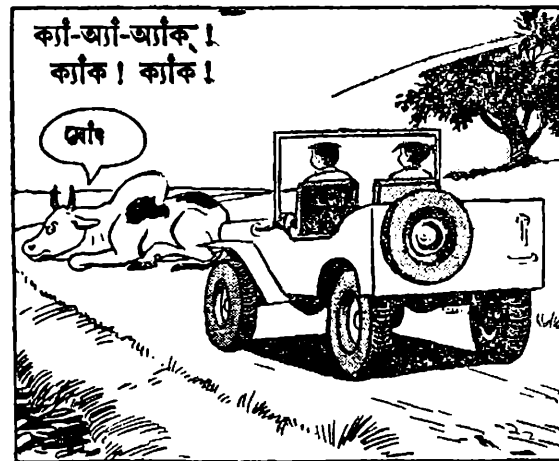
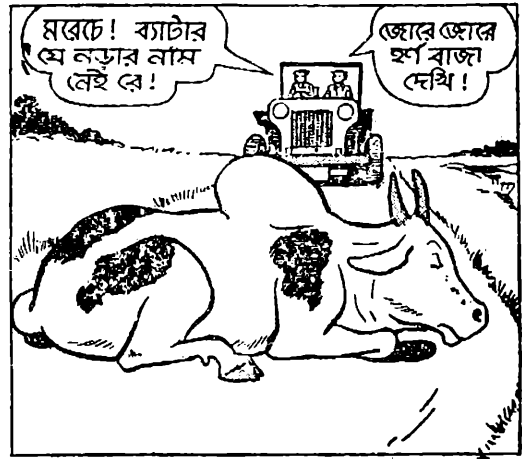
বাঃ! একেবারে ঠিক  
জায়গায় তো পৌছে  
গাচ্ছি!

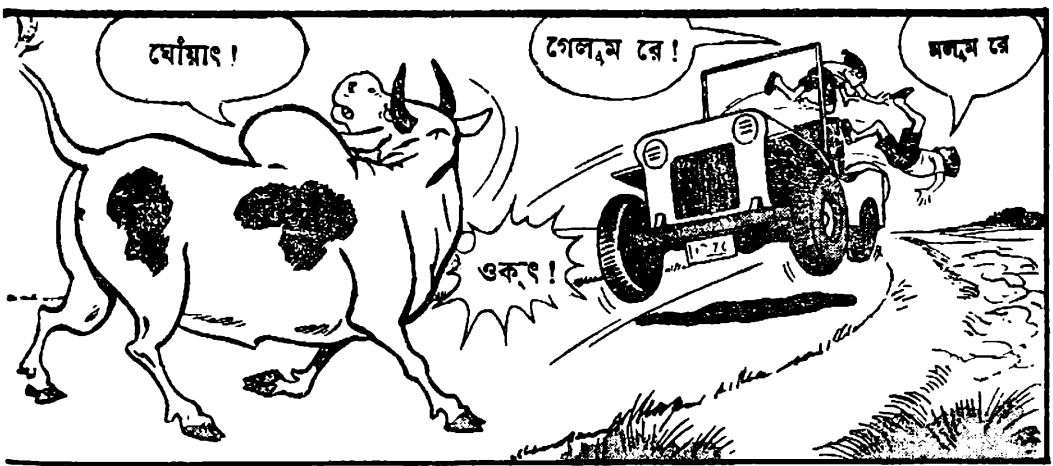


একটা কথা-ইয়ে-মানে  
এই মাছের বুড়ি-আপনারা  
কোথায় পৌছন দাদা?

শহরের  
কাছাকাছি!

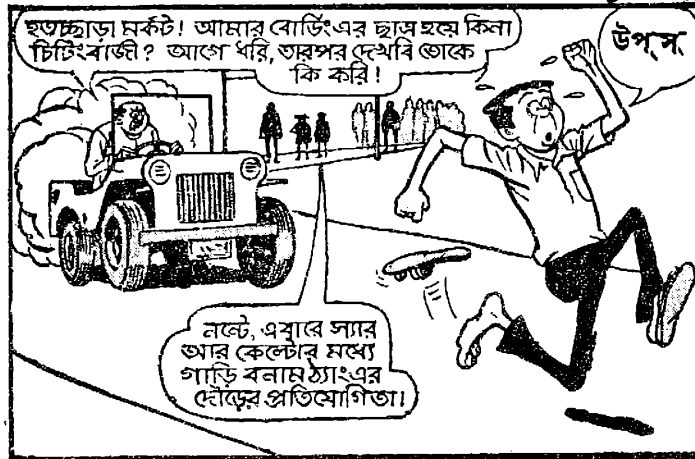


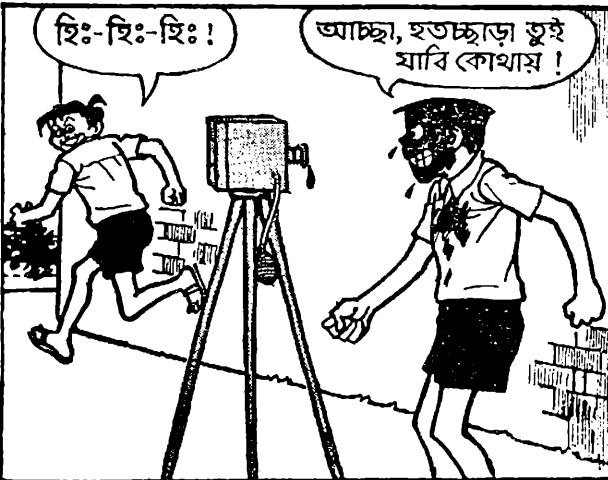
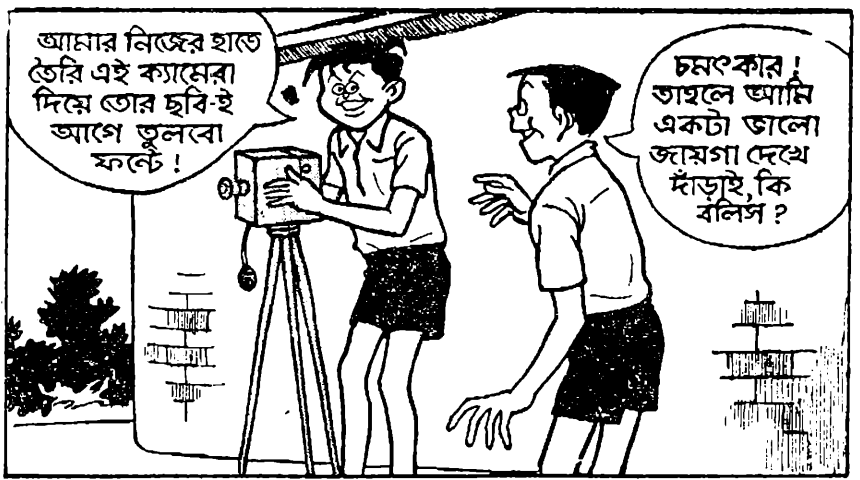








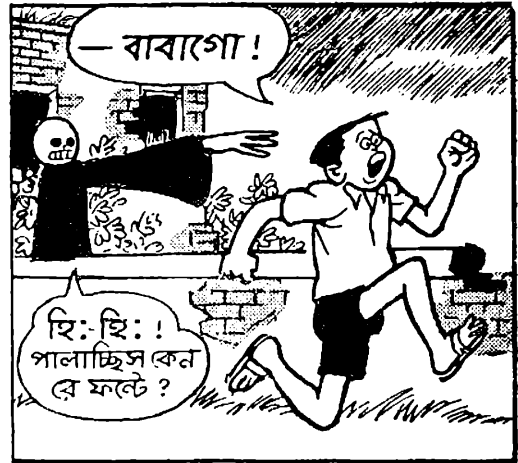




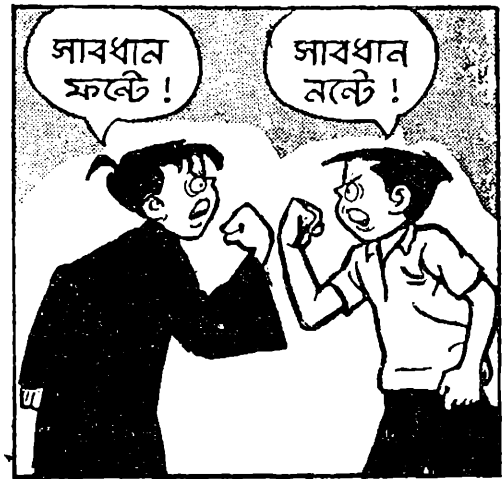
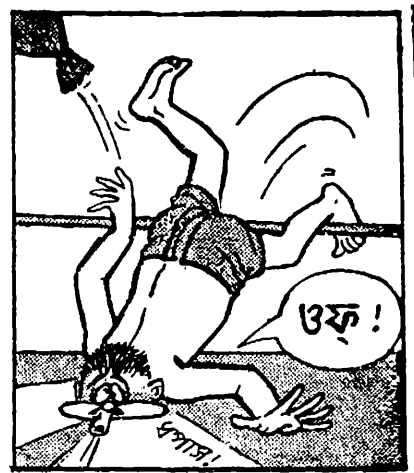




নারায়ণ দেবনাথ



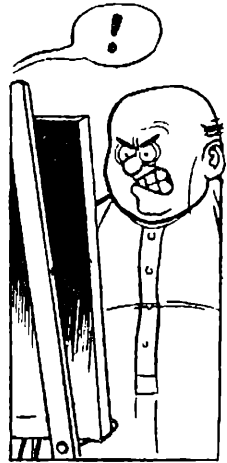














ন.রায়াণ দেবনাথ



নটে আর ফণের নানান কীর্তি





ন্যায়াল দেবনাথ









নারায়ণ দেবনাথ



কিবে, তোদের পুঁটেমামা নাকি  
বাজী ধরে একটা পাত্রে বাড়িতে  
রাত কাটাতে গিয়ে শেষে  
তুতের ডয়ে পালিয়ে  
এসেছে?



কেন জোয়ার  
তুতের ডয়ে  
নেই?  
হাঃ হাঃ হাঃ! তুতের ডয়ে?  
এই শর্মার? অনেকদিনে  
পর প্রাণ স্থানিয়ে হাসালি।



তুতের ডয়ে জোয়ার পুঁটেমামা পালাবে। আমার  
সামনে তুত এলে তার ঘাড়ো এমন রন্দা  
খাড়বো যে, বাছাখন টের পাবে কার  
পাল্লায় পড়েছি।



তুমি পারো রাতের  
বেলায় একলা একটা  
পোড়োবাড়িতে রাত  
কাটাতে?  
আলবৎ! এখানে একটা  
পোড়োবাড়ি-টারি থাকলে তোদের  
দেখিয়ে দিতুম।



সত্যি কেলুঁদা, তোমার  
হাটে মানে ছন্দয়ে কি  
দুর্জয় সাহস!  
এই জানবি। এ জোদের ঐ  
পুঁটেমামার পুঁটিমাছের  
হাটে নয়।



দাঁড়া, দেখবো কেব্টোর সাহসের কেরামতি।  
কানে কানে বল শোন।  
ওঃ, দারুণ  
হরে মাইরি!

সেদিন রাতে



একটু পরে



একঘন্টা পরে





নারায়ণ দেবনাথ





# নটে আর ফণ্টে



নারায়ণ দেবনাথ

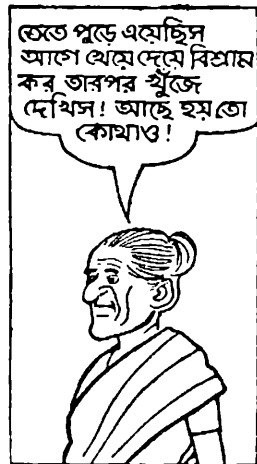




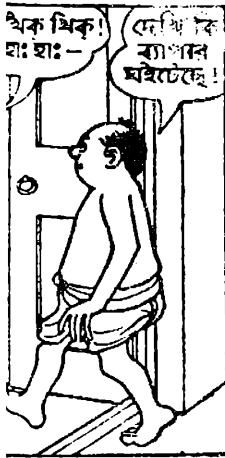












ডেবু ওঝাকে নিয়ে  
এইচি গোষ্ঠাকরন!

কই, রুগী কোথায়?



হু, তিক পেঁচোই বটে, কিন্তু  
আমি যখন এসেছি তখন  
হ্যাটা পেঁচোকে আমি  
গাঁ ছাড়া কইরে  
ছাড়বো!

তাই কর বাবা  
ডেবু!



আমি পেঁচো ফেঁচো নই, কিন্তু  
তোমাকে দেখাচ্ছে তিক যেন  
মেক আপ করা রাবন! শোন  
ওরে দশানন, দেখি তার  
নিকটে শমন!

ওরে পেঁচো, তোর  
লপাচপানি এখুনি  
দমন কইরে দিচ্ছি!

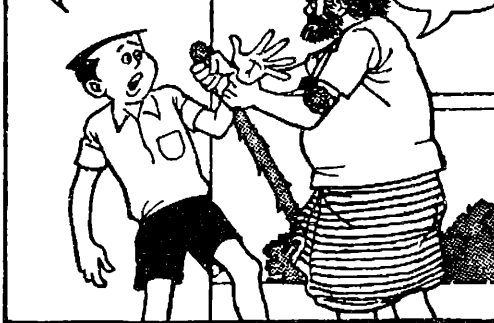


ঠাকরন, এবাটা দেখছি বড় প্যাঁচোয়া পেঁচো!  
কিন্তু আমিও ডেবু ওঝা- এমন প্যাঁচ কমবো,  
যে বাপ বাপ বলে পাইলে যাবার পথ পাবে না!



মরেচে! ওঝা  
কেন? ওঝা  
আমার কি  
করবে?

কি কইরবো দেখাচ্ছি! শুভ্র,  
একটা শিক উল্লে দিয়ে গরম  
কর। আমি ত্যাওরুণ ব্যাটাকে  
গাছে বেঁধে  
ফ্যালাই!



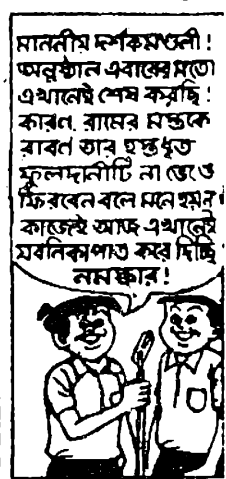
তারপর গরম শিকের  
ছাকা আর এই  
লাতির বিশ ছা!  
তারপুল দেখি তুই  
কি কইরে থাকিস!



ওরে বাবারে!  
মেরে ফেললে রে!  
আমি আর  
মোটাই থাকতে  
চাই না!





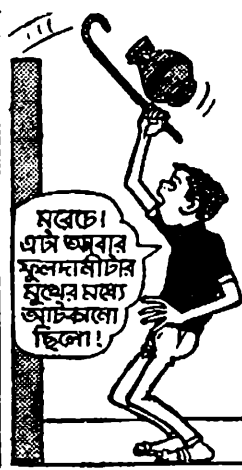




নারায়ণ দেবনাথ

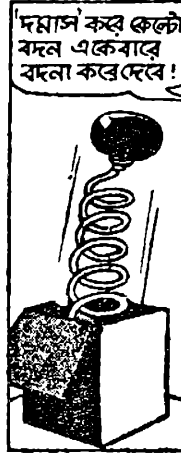


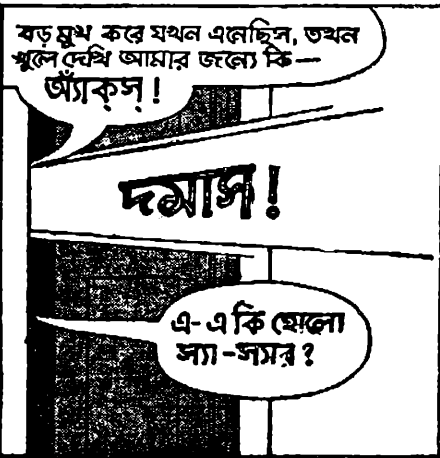






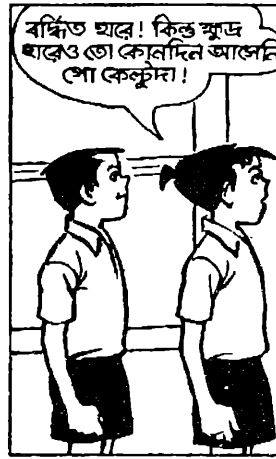
নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেববাহ













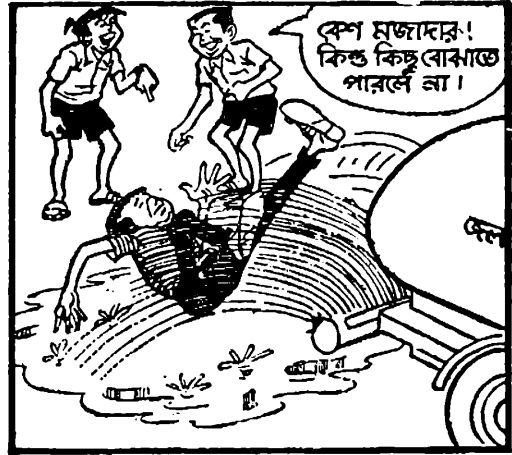


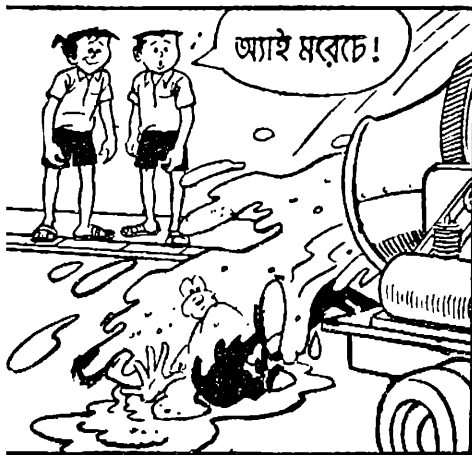
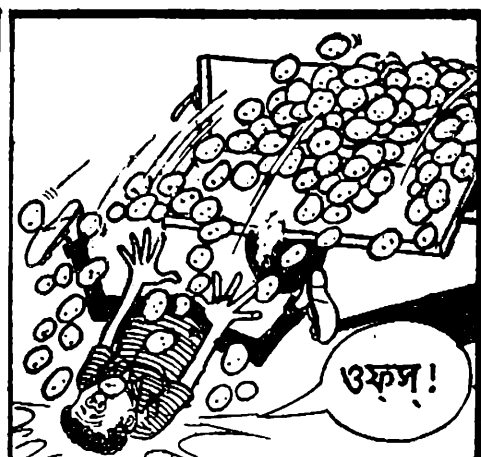






নারায়ণ দেবনাথ

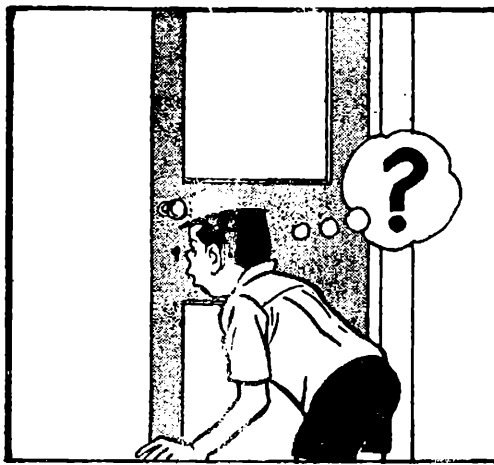


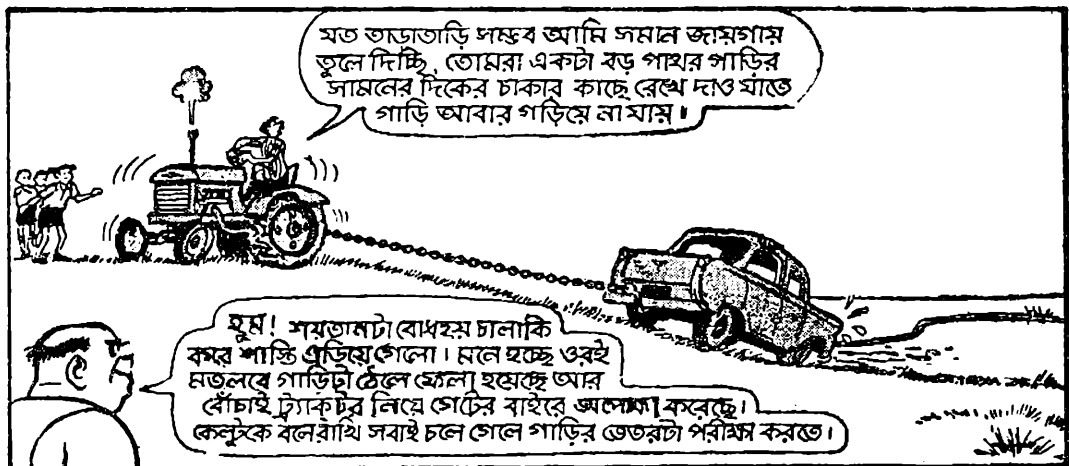
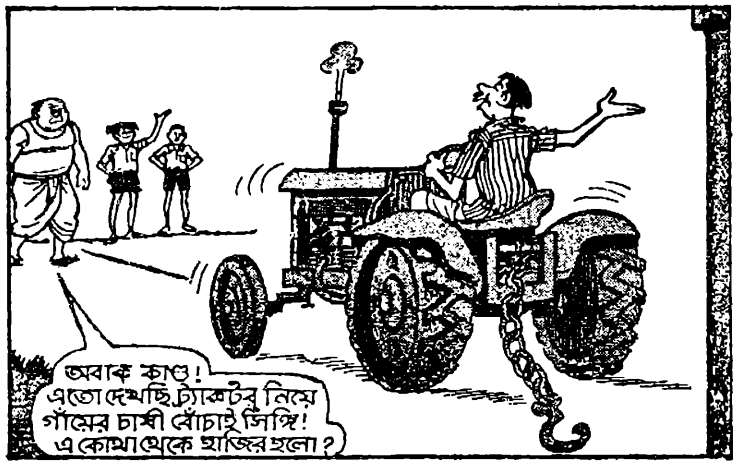




নারায়ণ দেবনাথ





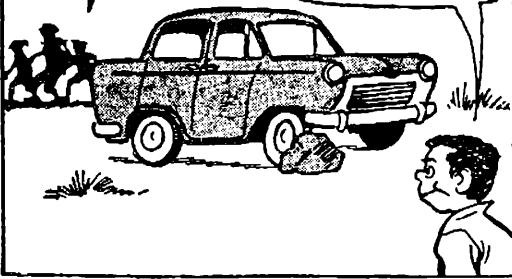




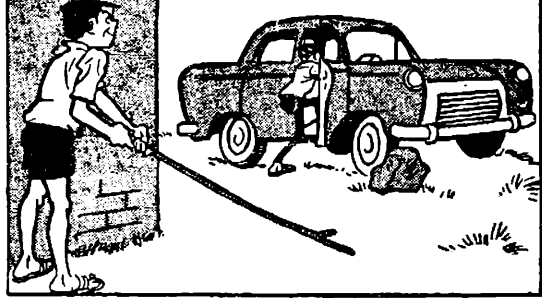
একটু পরে...

অনেক ধমকোদ  
বোঁচাই দা। চলো  
তোমাকে একটু চা  
খাইয়ে দি!

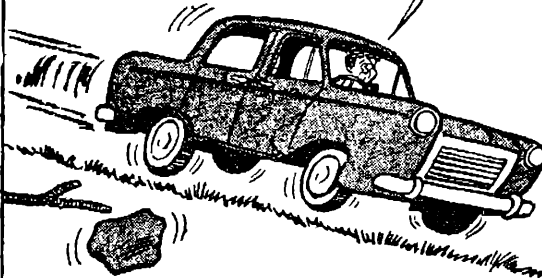
স্যারের নির্দেশ,  
ওরা চলে গেলেই  
গাড়ির ডেডরে ঢুকে কি  
করে এটা ঘটেলা তার  
হৃদিশ যদি কিছু পাওয়া  
শায় তা দেখতে হবে।



হিঃ হিঃ! যা ভেবেছি যে কেউ হতচ্ছাড়া  
গাড়ির ডেডরে দেখতে চকবে। এইবার  
ইন্সপেক্টর ফাঁদে পোচ্ছছি। পাখরটা তেল  
সরিয়ে দি, আর ব্রেকটা ভে অকেজো  
করাই আছে...



ওয়েবাবা! আবার কি হলো? গাড়ি  
যে আবার ঢালুপথে প্তরুরের দিকে  
ছুটছে!



আমাকে উ-উদ্ধার করুন স্যার! আমি সাঁতার জাবিতা!



তাতে বয়ে  
গেলো। তার সঙ্গে  
শব্দন বোম্বাশাড়া কব্বো  
তখন তার অবস্থা আরো  
খারাপ হবে!

আফ! উফ!  
বস্ত লাগছে যে গ্যার

লাগবেই তো চাঁদু!  
এবার বালিসের  
বদলে গায়ে পড়ছে  
যে।





নারায়ণ দেবনাথ



